গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নে পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যাশা ভিত্তিক জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কর্মশালা গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগীতায় ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ এ আয়োজন করে।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, ইউ,পি সচিব মোঃ মতিয়ার রহমন,ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ আজিজুল হক,ধানখোলা ইউনিয়ন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলামসহ ইউপি সদস্য, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন গ্রামের গন্যমান্য ব্যাক্তি প্রমুখ।

দিনব্যাপি আয়োজিত পরিকল্পনা কর্মশালা পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর প্রশিক্ষন বিভাগের প্রশিক্ষক সুখময় পাল।

পরিকল্পনা কর্মশালায় এসডিজি স্থানীয়করণে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে স্থানীয় সম্পদ ও নেতৃত্ব, এবং সরকারি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার করে ইউনিয়নের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে ইউপি সদস্য ও পেনেল চেয়ারম্যান -২ মোঃ আবু সাইদ টোকনে সভাপতি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গাংনীতে জামাইয়ের রডের আঘাতে ভাঙল শশুরের হাত

স্ত্রীকে না পেয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে শশুরের হাত ভাঙলেন জামায়। আহত শশুর মোহন আলী (৪৫) গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মোহন আলী বলেন, আমার মেয়ে শাপলা খাতুনের সাথে সহড়াতলা গরীবপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে রাজন প্রেমের সম্পর্ক ধরে ৪ বছর পূর্বে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে তার উপর অকথ্য নির্যাতন করে আসছে রাজন। বর্তমানে তার একটি ছেলে হয়েছে। নির্যাতন সইতে না পেরে মেয়ে আমার বাড়িতে চলে এসেছে।

আজ বুধবার সকালের দিকে রাজন আমার বাড়িতে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এসময় তাকে নিষেধ করলে রড দিয়ে আমার উপর হামলা করে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক আদিলা আজহার বলেন, আহতের বাম হাত ভেঙ্গে যায়। হাসাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

দামুড়হুদায় সাংবাদিক লাঞ্চিত ও নির্যাতনের ঘটনায় কলম বিরতির হুশিয়ারী

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনিরের বিরুদ্ধে সাংবাদিক শামীম রেজাকে লাঞ্চিত ও অবরুদ্ধ করে নির্যাতনের ঘটনায় অনিদৃষ্ট কালের জন্য কলম বিরতির হুশিয়ারি দিয়েছেন সাংবাদিক

নেতারা।

আজ বুধবার সকালে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিঅনুযায়ী সাংবাদিক নির্যাতন আন্দোলন প্রতিরোধ কমিটির নেতারা এ হুশিয়ারি দেন।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু’র ম্যুরালের সামনে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে অভিযুক্ত দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনিরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও অপসারণের দাবী করে আগামী একসপ্তাহর সময় বেধে দিয়ে অনিদৃষ্ট কালের কলম বিরতির হুশিয়ারি দেন সাংবাদিক নির্যাতন আন্দোলন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক এম নুরুন্নবী ও যুগ্ন আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ধীরু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ, চঞ্চল মেহমুদ, মোজাম্মেল শিশির, শমশের আলী, মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, শামীম রেজা, মোস্তাফিজ কচি, জাহাঙ্গীর আলম, মেহেদী হাসান মিলন । আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রকিবুল হাসান তোতা, বিল্লাল হোসেন, আরিফুল ইসলাম মিলন, হাতেম আলী প্রমুখ।

কর্মসূচিতে সাংবাদিক নেতারা বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা না হলে পরবর্তীতে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের সকল প্রকার সংবাদ বর্জন করা হবে।

ইতোমধ্যে ওই কৃষি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন, বিচার বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ তদন্ত শেষ করেছেন।

অবৈধ উপায়ে জমি দখল ও মিথ্যা সংবাদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নিজেদের ক্রয়কৃত জমি থেকে জোর পূর্বক উচ্ছেদ, প্রাণ নাশের হুমকি ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে

সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী এক পরিবার। বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর পাঠাগার মিলায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

এসময় লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন, পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের মৃত তোফাজ্জেল দফাদারের ছেলে আয়নদ্দিন।তিনি বলেন বিগত ১৯৯৩ সালে আমি প্রতিবেশী আব্দুর রশিদের কাছ থেকে ৫ শতক জমি ক্রয় করি। যার মৌজা
– কাশীপুর, খতিয়ান নম্বর- ২৭১, সাবেক দাগ নম্বর -৭৭৬৪,বর্তমান দাগ নম্বর ১০০৯,জমি ক্রয়কৃত দলিল নম্বর – ১০২০,রেজিস্ট্রি তাং- ২৮-০৪-১৯৯৩।

বর্তমানে ওই জমির উপর আমার বসত ভিটা রয়েছে। এরমধ্যে ২০১০ সালের দিকে তৈয়জ উদ্দিনের ছেলে কোরবান আলী ওই ক্রয়কৃত জমি তাদের বলে দাবি করে এবং ঘরবাড়ি ভেঙ্গে অন্যত্র চলে যেতে বলে। সে সময় (আরএস) মাঠ পর্চায় তার পিতার নাম রয়েছে বলে দাবি করে। পরে খোঁজ খবর নিয়ে আমি জানতে পারি অন্যান্য দলিলাদি না থাকলেও জালিয়াতির মাধ্যমে উল্লেখিত দাগের ৫ শতক ও পাশের সড়ক ও জনপদের ১২শতক জমি রেকর্ড করে নিয়েছে তারা। শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে ২৪-০২-২০১০ সালে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ঝিনাইদহ বিজ্ঞ জজআদালতে মামলা থাকা স্বত্তেও তৈয়জ উদ্দিনের ছেলে যুবলীগের নেতা পরিচয় দিয়ে ভয় -ভীতি প্রদর্শন ছাড়াও আমাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত করেছে।

ইতি মধ্যেই ওই জমি থেকে জোর করে কিছু দামি গাছ কেটে নিয়ে গেছে যুবলীগ নামধারী ওই কুরবান আলী। আমার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করেছে। আমি এর তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভাই মঈন উদ্দিন,আলতাফ হোসেন, স্ত্রী লিপি খাতুন, আইন উদ্দিনের স্ত্রী মুসলিমা খাতুন।

আদালত চত্বরে ধূমপান, একজনের

জরিমানা

তিন ধুমপায়ি বিড়ির নেশা থামাতে না পেরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের তৃতীয় তলার করিডোরেই শুরু করেন ধূমপান।

ঘটনাটি চোখ এড়াতে পারেনি মেহেরপুর সদর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর। নজরে আসার সাথে সাথে তিনি কোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেন ওই তিন ধুমপায়িকে আটকের জন্য।

কোর্ট পুলিশ ধুমপায়িদের আটক করে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর আদালতে উপস্থাপন করেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামিরা স্বেচ্ছায় তাদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়ায় মামলাটি নিষ্পত্তি করেন।

বয়স বিবেচনায় আদালত দুইজন আসামিকে দন্ড প্রদান করলেও সতর্ক করে দন্ড স্থগিত করেন। এছাড়া একজনকে ২০০ টাকা জরিমানা করেন।

ওই আসামি চালানযোগে জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে মুক্ত হন।

গাংনীতে শিক্ষার্থী নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় সহকারী শিক্ষককে পেটালেন প্রধান শিক্ষক

গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় মিরাজ শরিফ নামের এক সহকারি শিক্ষককে পিটিয়ে জখম করেছে প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান। এমন অভিযোগ করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছেন আহত শিক্ষক মিরাজ শরিফ। আহত শিক্ষক গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত নজিবর রহমানের ছেলে।

হলেও রক্তে মাংসে গড়া একটি মানুষ। আমাকে সমস্ত শিক্ষকরা মিলে বিভিন্ন সময় হেয় পতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আমি বিদ্যলয় থেকে বদলি নিতে চেয়ে শিক্ষা অফিসে দরখাস্ত করেছি। আজকে আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলে একটি অনাকাংখিত ঘটনা ঘটেছে। তবে কোন শিক্ষার্থীদের মারধর করিনি । আমার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষার্থীর অভিযোগ নেই। অভিভাবকরা যদি আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করতে পারেন তবে আমি স্বেচ্ছায় বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাব।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাজাহান রেজা জানান, আহত শিক্ষক মিরাজ শরিফ আভিযোগ করেছেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি করে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হবে। তিনিই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।

মেহেরপুর পিপি পল্লব ভট্টাচার্যের মাতার পরলোকগমণ

মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য ও জজকোর্টের আইনজীবি প্রলয় ভট্টাচার্য়ের মা নীরা ভট্টচার্য পরলোকগমণ করেছেন।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯ টা ১০ মিনিটের সময় বার্ধক্যজনিত কারনে নিজ বাড়ি মেহেরপুর শহরের শহীদ আরজ সড়ক হোটেল বাজারে মারা যান তিনি। পরলোকগমন কালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

নীরা ভট্টাচার্যে ২ ছেলে ও ৪ মেয়েসহ আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছেন।

মেহেরপুর বামনপাড়া পৌর শ্বশানে শেষকৃত্য করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের পক্ষ থেকে। তবে শেষকৃত্যের জন্য এখনও সময় নির্ধারণ করা হয়নি।

নীরা ভট্টাচার্য প্রয়াত অ্যাডভোকেট প্রভাস ভট্টাচার্যের স্ত্রী।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নে পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যাশা ভিত্তিক জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কর্মশালা গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার(৬ সেপ্টেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগীতায় সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ এ আয়োজন করে।

সাহারবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম। কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, ইউ,পি সচিব মোঃ আব্দুল মতিন,হিজলবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মোঃ মনিরুজ্জামান মনি প্রমুখ।

দিনব্যাপি আয়োজিত পরিকল্পনা কর্মশালা পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর প্রশিক্ষন বিভাগের প্রশিক্ষক সুখময় পাল।

পরিকল্পনা কর্মশালায় এসডিজি স্থানীয়করণে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে স্থানীয় সম্পদ ও নেতৃত্ব, এবং সরকারি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার করে ইউনিয়নের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গাংনীতে জাল দলিল করে খাস জমি বিক্রি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে প্রতারক

ভূঁয়া জাতীয় পরিচয়পত্র ও জাল দলিল প্রস্তুত করে খাস খতিয়ানভূক্ত প্রায় আড়াই বিঘা জমি বিক্রি করতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছেন গাংনী

উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের মোঃ আবুল কাশেম নামের এক ভূমি প্রতারক।

এঘটনায় গাংনী উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানার বাদী হয়ে গাংনী ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে মো: আবুল কাশেম যার (এনআইডি নম্বর ১৪৬৩১৪৮১৩৮)গত সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর)প্রায় সাড়ে ৭৬ শতক সরকারি খাস খতিয়ান ভুক্ত (অর্পিত সম্পত্তি) জমি মো: আবুল কাশেম নিজের নামে জাল দলিল সৃষ্টি করে বিক্রির জন্য সাবরেজিস্ট্রি অফিসে আসেন।

বিষয়টি সাবরেজিস্ট্রারের সন্দেহ হলে তাৎক্ষনিকভাবে উপজেলা ভূমি অফিসে খোঁজ নেন।খোঁজ নিলে এই ভূমি জালিয়াতির তথ্য বেরিয়ে আসে।

দলিল লেখক মোঃ নাসির উদ্দিন (সনদ নম্বর ০২)দলিলটি মুসাবিদা করে দেন।

জানা গেছে, চলতি বছরের ২৩ জুন তারিখের মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালযয়ের রেকর্ড রুমের দায়িত্বে থাকা প্রস্তুতকারক, তুলনাকারী, রেকর্ড কিপার, সহকারী কমিশনারের জাল স্বাক্ষরে ৪টি আর এস রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সৃষ্টি করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ডেপুটি কমিশনারের মালিকানায় না দিয়ে এই খাস জমির মালিক প্রজা কলামে আবুল কাশেমসহ কয়েকজনের নাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই সার্টিফাইড কপির ভীত শক্ত করতে প্রত্যেকটি রেকর্ড এর খাজনা দাখিলা যা অনলাইন বা ডিজিটাল প্রকৃতির এবং মটমূড়া ইউনিয়ন তহশিলদার বদরুন্নাহার স্বাক্ষরিত জমা দেওয়া হয়েছে। পরে এগুলো যাচাই বাছাইয়ে জাল পাওয়া গেছে।

সাবরেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা জালিয়াত চক্রের হোতা আবুল কাশেমের নামে রেজিস্টারিং অফিসারের রেকর্ড ও নামজারির সঠিকতা যাচায়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং তার জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেইজে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।আবুল কাশেমের দাখিল করা কাগজপত্র ও ব্যক্তির পরিচয় যাচাইও সম্ভব হয় না।

পরে দলিল এবং এল টি (ল্যান্ড ট্রান্সফার) নোটিশের সাথে সংযুক্ত জাল রেকর্ড ও জাল দাখিলা সমূহ জব্দ করা হয়েছে। তবে, বিষয়টি বুঝতে

পেরে আবুল কাশেম পালিয়ে যায়।

জালিয়াতির ঘটনাটি সাধারণ ডায়েরি ভুক্ত করার জন্য আজ ৬ সেপ্টেম্বর) বিকাল গাংনী থানায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।

এব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মো. মাহফুজ রানা বলেন, “সরকারি খাস জমি বা অর্পিত সম্পত্তি কোন ভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয়। কেউ জালিয়াতি করে রেকর্ড সৃজন করলে আমাদের কাছে কোন ডাটাবেইজ নেই যে ধরা যাবে। আবার, নিবন্ধন বিধিমালার বিধি ৪২ এ রেজিস্টারিং অফিসারের দায়মুক্তি থাকলেও আমরা সদা সচেতন থাকি।

ঘটনাটি সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় জেলা রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের নিকট অভিযোগটি জব্দকৃত কাগজপত্র ও দলিল সহ